R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম ঃ
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস ঃ
বারুইপাড়া, কালনা ( বর্দ্ধমান )
শাখা অফিস ঃ
ফুলতলা. রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ ঃ ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট ঃ ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৭ সাল ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯১ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

## আবার চোরাচালান ঘাট জমজমাট, চাল চিনির দাম বাড়ছে

জঙ্গিপুর ঃ কয়েক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর আবার খুলেছে চোরাচালান ঘাট। গত ১৩ জানুয়ারী খেজুরতলা ঘাট চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গরু, চাল, চিনি বাংলাদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এতদিন গ্রাম-গঞ্জে গোপন গুদামে মাল মজুত ছিল। জনসাধারণের আশংকা আবার চাল, খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে। চোরাচালান ঘাট বন্ধ থাকার জন্য চালের দাম বেশ কমেছিল। অন্যদিকে চোরাচালান ঘাট বন্ধ থাকার কারণে অন্ধকার জগতের লোকেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। ফলে, জঙ্গিপুরের পথে, দোকানে একই আলোচনা কবে ঘাট খুলবে? দেখেশুনে মনে হয়, চোরাচালান ব্যবসায় লেন-দেন জঙ্গিপুর মহকুমার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে। শহরের বেশ কিছু কাপড়ের দোকান, সাইকেল দোকান, মুদিখানার মালিক এসব ব্যবসায় প্রত্যক্ষ জড়িয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। চাল, চিনি, খাদ্যশস্য ওপারে চলে যাওয়ায় ঘাটতি পড়ার ফলে দাম বাড়ছে। জনসাধারণের অভিযোগ, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ মানুষের এই অসহনীয় দুঃখকষ্ট লাঘব করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। নাহলে, রাজনৈতিক দলগুলো চোরাচালান বন্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে নামছেন না কেন? প্রশাসনই বা কেন চোরাচালান বন্ধে সক্রিয় নয়? প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলের মাতব্বরেরা গোপন লেনদেনের মাধ্যমে এই অসাধু ব্যবসা চালাতে পরোক্ষ সাহায্য করছেন। কয়েক মাস আগে জঙ্গিপুরের হেরোইন পাচারকে কেন্দ্র করে ছিনতাইকারী এবং চোরাচালানকারীদের ধরার যে সুযোগ ছিল; স্থানীয় থানা তা কাজে না লাগিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

## সি পি এম কমরেডরা শান্তির নামে মুসলীম তোষণ করছে

জঙ্গিপুর ঃ গত ২১ জানুয়ারী সম্মতিনগরে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' শ্লোগান দিয়ে একটি সি পি এম সমর্থিত মিছিলে লাল পতাকা হাতে বহু ব্যক্তিকে যেতে দেখা যায়। এই মিছিলে স্থানীয় ইসলামিয়া মাদ্রাসার নেতৃত্বে একদল ছাত্রও ছিল বলে গ্রামবাসীরা জানান। তাঁরা বলেন এদের হাতে ছিল বুশের কুশপুত্তলিকা আর মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল 'সাদ্দাম হোসেন জিন্দাবাদ', 'বুশ তুমি হাত উঠাও', 'সাদ্দাম তোমার ভয় কি, আমরা তোমার পাশে আছি'। এই মিছিল স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যেও বিক্ষোভ জাগিয়েছে বলে জানা যায়। জনৈক কংগ্রেসী গ্রামবাসী বলেন সি পি এম এখন খুবই মুসলীম দরদী সেজেছে। কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে এখানে একটি মাদ্রাসা খোলার দাবী নিয়ে মন্ত্রী আবদুল বারির কাছে গেলে তিনি বলেন মাদ্রাসা খুলে কি হবে? আরবী ভাষা শিখে মুসলমানদের কি এমন উপকার হবে! তার উপর '৮৪ সালে যখন মুসলীম মহিলা বিল তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী পাশ করেন তখন তাঁরা ঐ বিলের বিরোধীতা করেন। ভি পি সিংকে ভেতাতে সি পি এম বি জে পির সাথে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের বিরোধীতা করেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বি জে পি রাম মন্দির বাবরী মসজিদ বিতর্ক নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম বলতে শুরু করলেন বি জে পি সাম্প্রদায়িক দল, কংগ্রেস বি জে পি একই মনোভাবাপন্ন। শুধু তাঁরাই মুসলমানদের বন্ধু। এই দলই আজ মুসলীম তোষণে নেমে যুদ্ধাপরাধী সাদ্দামের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। সুকৌশলে মুসলমানদের সমর্থনের জন্য সাদ্দামের প্রশংসা করছেন।

## হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে নরকের বিভীষিকা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের নানা দুর্নীতির মধ্যে প্রসূতি বিভাগের অব্যবস্থা অন্যতম। গাইনোর অভাবে এখানে নার্স এমন কি জি ডি এ দিয়ে প্রসব করানো নৈমিত্তিক ঘটনা। তার উপর প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ প্রসূতিদের থাকার ঘর পরিষ্কার করা হয় না। মলমূত্রের দুর্গন্ধে পরিবেশ নরককুণ্ড হয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে কুকুরের অপ্রতিহত আনাগোনায় প্রসূতিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাচ্চাদের বুকের কাছে নিয়ে ভয়ে বিনিদ্র রাত জাগেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের দপ্তরে অভিযোগ করেন গত ২২ জানুয়ারী তিনি ওয়ার্ডে প্রবেশ করে কোন ডিউটিরতা নার্স বা জি ডি এ-কে দেখতে পান না। দেখেন জনৈক জ্ঞানহারা মায়ের বেডের পাশে একটি বড় কুকুর আরামে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মধ্যে ময়লা জলের গামলাগুলি জলে ভর্তি হয়ে পড়ে আছে। অভিযোগকারী ওয়ার্ড মাষ্টারের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি ফিমেল ওয়ার্ডে এসে কুকুর তাড়ান। তাঁর গলা (শেষ পৃষ্ঠায়)

## দারিদ্র তপশীলিদের মাত্র ১৫ জন ঋণ পেলেন

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে সব থেকে বেশী তপশীলি জাতির মানুষ বাস করেন। এদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। কিন্তু স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যানে ৯০-৯১ আর্থিক বছরে মাত্র ১৫ জন তপশীলিকে ঋণ দেবার জন্য বলেছেন ব্লক কর্তৃপক্ষ। ঐ অভিযোগ করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহঃ এনামুল হক।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই মাঘ বুধবার ১৩৯৭ সাল

## এবংবিধ

এই শহরের নিকটস্থ ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত উমরপুর ও মিঞাপুর আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় সড়ক দিয়া প্রতিদিন অজস্র লরী চলাচল করে এবং তাহারই কল্যাণে ডিজেল ও পেট্রল পাম্প, মোটরের যন্ত্রপাতি মেরামত, হোটেল-রেস্তোরাঁ, চায়ের ষ্টল প্রভৃতির জনজমাট ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। মিঞাপুরের বাজারও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান। ফলতঃ উমরপুর-মিঞাপুর উভয়ে মিলিয়া এক শাহরিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বরং আনন্দ হইবারই কথা। যতই গড়িয়া উঠে, ততই মঙ্গল। কিন্তু এতদঅঞ্চলে মদের ছড়াছড়িতে আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। উমরপুর ও মিঞাপুর বাজারে মদ বিক্রয়ের ফলাও কারবার চলিয়াছে। চোলাই মদ দেশী মদ—কিছুতেই আপত্তি নাই। এই মদের আনুষঙ্গিক আরও কিছু জুটিয়াছে। হোটেল ও ষ্টলগুলির ব্যবসায়ে শ্রীগণেশ দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিতেছেন। কেন না, মদের পসরা ও দেহপসারিণী—কোনটিরই কমতি নাই। আর তাহার ফলশ্রুতি নানা ধরনের অসামাজিক মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ক্রিয়া-কলাপ। শহর হইতে মদ সরবরাহে না কুলাইলে গ্রামের চোলাই মদের ডাক পড়ে। আর নারী সন্ধানীরাও আপন ধান্ধাবাজীতে লাগিয়া থাকে। উপার্জনও প্রচুর হইতেছে। পোষাকে, সাদা পোষাকে কনষ্টেবল দুই বাজারেই থাকেন এই তথ্য আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন। অবৈধ কার-বারের ঘাঁটি আগলাইয়া কিছু বাড়তি উপার্জনের প্রচেষ্টা হয়ত। কিন্তু শান্তি বিধায়ক যাঁহারা, তাঁহারা এইরূপ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে মদত দিবেন, বিশ্বাস হয় না। উমরপুর ও মিঞাপুরে অনেক ভদ্র গৃহস্থ বাস করেন। তাঁহাদের পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হইতেই বা কতক্ষণ? কয়েক বৎসর হইল, রঘুনাথগঞ্জ থানারই তৎকালীন কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চল হইতে মদ, নারী ও দোকানী ধরিয়া-ছিলেন। আবার সেই কারবার চলিতেছে এবং সর্বোপরি শান্তিরক্ষকেরা হয়ত পালা করিয়া ধান্ধায় ফিরিতেছেন।

## আর যুদ্ধ নয়

সৌমিত্র সিংহ রায়

১৭ জানুয়ারী, ভারতীয় সময় ভোর ৩-২০ মিনিট। মার্কিন-বিমান বাগদাদে বোমাবর্ষণ করে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল আমেরিকা। উপসাগরীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ স্বভাবতই আতঙ্কিত। এই যুদ্ধ কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করছে! চিন্তাশীল মানুষেরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সকলের জানা আছে। এখনঅব্দি অসম-লড়ায়ে ইরাক বিপর্যস্ত। দীর্ঘকাল শীতল-যুদ্ধের পরে পৃথিবীর দুই-হেভিওয়েট আমেরিকা-রাশিয়া যখন পানপাত্র ঠোকাঠুকি করে উষ্ণ হচ্ছেন, ঠিক সেই সময় বুশের পরিকল্পনা মাফিক যুদ্ধ গর্বাচভের নেশাভঙ্গ করেছে। সাপে-নেউলে বন্ধুত্ব কত যে হাস্যকর সেটা গর্বাচভ সাহেব তখনো বুঝতে না পারলে কিংবা জ্ঞানপাপীর মতো বুঝতে না চাইলে মানব সমাজের পক্ষে দুর্দিন। তবে, ভুল করলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। স্বভাব যে মরলেও পাল্টায় না, ভিয়েতনামে শিক্ষা পেয়েও সাম্রাজ্যবাদ লজ্জিত হয় না। তাই, প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক-দেশগুলির সংকটের সময় সমগ্র পৃথিবীর উপর আবার প্রভুত্ব করবার খোয়াবে সুখাচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ নয়া হিটলার বুশ সাহেব পেন্টাগনের মাধ্যমে দাবার হিসেবী চাল কষে কিস্তি মাত করতে ঠিক সময়ে ড্রাগনের দাঁত-নখ বার করলেন। আমেরিকার সাধারণ মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় মানুষের মতো যুদ্ধ বিরোধী আওয়াজ তুলে হোয়াইট হাউসের সামনে লাখে লাখে সমবেত হয়ে মানবতার জয়গান করছেন জর্জ বুশের বিরুদ্ধে ধিক্কারের ঘৃণা ছুঁড়ে। এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়—কি হবে? ঘটনা ঘটে চলেছে, ঠাঁই পাবে ইতি-হাসের পাতায়। ইতিহাস বেত্তা এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে আরো তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করবেন। সাদ্দাম হুসেনের কুয়েত দখল অন্যায় কাজ নিশ্চয়। কিন্তু, আরব দুনিয়ায় তেল ঘাঁটিতে খবরদারি করার নেশায়, আরেকটু গভীরে পৃথিবীর উপর আবার দাদাগিরি করার স্বপ্নে মশগুল বুশ সাহেবের পরিকল্পনা মাফিক যুদ্ধ শুরু করা অনেক বেশী গর্হিত কাজ। এই যুদ্ধ যদি তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা করে তবে ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখে নেওয়া যাক বিগত দু'টো মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ১ কোটী, আহত ২ কোটী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত ৫ কোটী, আহত ৯ কোটী। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মৃতের মধ্যে নিহত শিশুর সংখ্যা—১ কোটী, ৩০ লক্ষ। হিরোশিমায় আমেরিকার ফেলা একটি আণবিক বোমায় মৃত্যুর সংখ্যা—২লক্ষ ৪০ হাজার।

* একটি ট্রাইডেনটা সাবমেরিনের খরচে ১ কোটী ৬০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর এক বছরের শিক্ষায় সমস্ত ব্যয় মেটান যায়।

* একটি এফ-১৪ যুদ্ধ বিমানের দামে ৯টি বড় স্কুল তৈরী করা যায়। একটি বিমান-বাহী যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের খরচে একটি বড় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা যায়।

* একটি জেট-বিমানের দাম এক লক্ষ টন চিনির সমান।

তাই, কবির ভাষায়, শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাস শোনালেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো মানব জাতির কল্যাণ কামনায় এ' মুহূর্তে যুদ্ধরত দেশগুলির কাছে আমাদের প্রার্থনা—

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই
মৃত্যু নয়, জীবন চাই॥

## বিজে পির উস্কানীতে প্রধান লাঞ্ছিত

জঙ্গিপুর : সি পি এমের অভিযোগ বি জে পি তাঁদের দলকে জনসমক্ষে হেয় করার চক্রান্ত করে প্রধানকে লাঞ্ছিত করেন। খবর গত ৮ জানুয়ারী জনৈক অখিল সিংহ রায় তেঘরী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবদুর রহিমকে লাঞ্ছনা করেন। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে সি পি এম এর বেচুরাম সিংও প্রহৃত হন বলে খবর। এই গোলমালে অঞ্চল অফিস ভাঙচুর ও লুঠ করার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে অফিস বন্ধ করে ব্লক অফিসে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু ব্লক অফিস থেকে কেউ আসেন না। গ্রামবাসীরা জানান গ্রাম্য দলাদলি কেন্দ্র করে প্রধান অখিলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় তার বদলা নিতে তাঁর উপর এই আক্রমণ চালানো হয়। সি পি এম থেকে আরো অভিযোগ করা হয়েছে যে কংগ্রেস ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চেষ্টা করছে।

## হিন্দু মুসলিম যুবক সমন্বয়ে সরস্বতী পূজা

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় ফাঁসিতলা পাঠশালার সরস্বতী পূজা প্রাচীন ও ঐতিহ্য সম্পন্ন একটি সার্বজনীন পূজা। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ ঐ পূজা কোন রকমে চলতে চলতে এ বছরে প্রায় বন্ধের মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সুভাষ সেনগুপ্তের চেষ্টায় এবং কয়েকজন হিন্দু ও তিনজন মুসলিম যুবকের আন্তরিক সহযোগিতায় পূজাটি সম্পন্ন হয়। মুসলিম যুবকত্রয় চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে পূজা-মণ্ডপ সাজানো, পরিচ্ছন্ন রাখা সব রকম কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এক নজির স্থাপন করেন।

# ২৬শে জানুয়ারী : কি চেয়েছি কি পেয়েছি

বরুণ রায়

পরাধীন ভারতবর্ষ। বিদেশী শাসক ও শোষকের জাঁতাকলে পিষ্ট ভারতবর্ষ। আহত-মর্যাদা ও লুপ্ত-গৌরব। সেদিন ২৬শে জানুয়ারী প্রতি বছর আমরা শপথ নিয়েছি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের। কি সেই স্বাধীনতার স্বরূপ ? কোন অভীষ্ট অর্জনের জন্য হাজার হাজার স্বাধীনতা-সংগ্রামী সেদিন অপরিমেয় ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছে? ধনীদরিদ্র জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি মাত্র বিষয়ে সমস্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামীর ঐক্যমত্য ছিল। তা হচ্ছে, এদেশ থেকে বিদেশী শাসকদের উৎখাত করতে হবে, দেশের শাসনভার পুরোপুরিভাবে ভারতীয়দের হাতে ফিরে পেতে হবে। বিদেশের গোলামী আমরা করব না। সেই লক্ষ্য অর্জনের পর আমরা কি পাব বা কি পেতে চাই সে বিষয়ে কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে নানা পরস্পর বিরোধী চিন্তা ছিল।

দেশের সাধারণ মানুষ এবং আদর্শবাদী ত্যাগব্রতী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিশ্বাস ছিল দেশ স্বাধীন হলে দেশের সমস্ত নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। ধনীর অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ হবে। দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন থাকবে।

বিড়লার মত এদেশের ধনী বণিকগোষ্ঠী চেয়েছিল বিদেশীদের একচেটিয়া অধিকার ও অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে মুক্ত হতে। তারা ভাবত, দেশ স্বাধীন হলে শিল্পবাণিজ্যে তাদেরই থাকবে একচেটিয়া অধিকার। শাসনযন্ত্রের চাবিকাঠি তাদের হাতে থাকলে তারা খুশিমত একচেটিয়া শোষণের রাজ্য গড়াতে পারবে। তারাই হবে নিয়ন্ত্রকশক্তি। ধনিক শ্রেণীর কাছে স্বাধীনতা ও একচেটিয়া শোষণের অধিকার সমার্থক ছিল। পুঁজিপতি ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষক আর একটি গোষ্ঠী ছিল। তারা বেশীর ভাগই উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি। রাজনীতি ব্যবসায়ী। তারা চেয়েছিল দেশসেবার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে সাধারণ মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে শাসনতক্তে গদীয়ান হতে, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমঝোতা করে স্বাধীন ভারতে নিজেদের আখের গোছাতে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিতও হল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দু'দেশের অগণিত মানুষ প্রাণ হারাল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হল। এই ডামাডোলের মধ্যে মুনাফাশিকারীদের বল্গাহীন লোভের থাবায় আমাদের সমস্ত ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধ ক্ষত-বিক্ষত হল। ওদিকে অগণিত দেশবাসীর দুঃখ যন্ত্রণায় নির্বিকার দেশসেবার তকমা পরা একদল মানুষ ক্ষমতার নেশায় মশগুল হয়ে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে ক্ষমতার তক্তে আসীন হল।

তারপর স্বাধীনতার ৪৪ বৎসরের বিবর্তন দেশবাসীর চোখের উপরেই ঘটছে।

দেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতি হয়েছে, কলকারখানার প্রসার হয়েছে, কৃষি ও সেচব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, স্কুল-কলেজ এবং হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে। বাইরের খোলসটা আমাদের কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের। কিন্তু আমাদের দেশের কোন পরিকল্পনাই আপামর মানুষের সেবা বা তাদের প্রকৃত কল্যাণের লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট নয়।

রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। ক্ষমতায় আসার জন্য ভোটে জেতার দরকার। এবং সেজন্য দরকার অজস্র টাকার। এই টাকা জোগানোর প্রধান দায়িত্ব নিয়েছে পুঁজিপতির দল। বেশির ভাগই কালো টাকা। পুঁজিপতিরা সদাব্রত করতে বসেনি। তারা ঐ টাকার বিনিময়ে অন্যায়ভাবে মুনাফা লোটার সব রকমের সুযোগ পুরোপুরি আদায় করে নিচ্ছে। দেশের পুঁজিপতির দল গায়েগতরে ফুলে ফেঁপে উঠছে। তাদের জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপকে বাধা দেওয়ার কেউ নাই।

সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক দল ও তার কর্মীরা আজ আদর্শচ্যুত। দেশের চেয়ে পার্টি বড়, পার্টির চেয়ে নিজের গোষ্ঠী বড়, সবচেয়ে বড় আত্মস্বার্থ, নিজের আখের। সেই আখের গোছানোর অন্ধ প্রতিযোগিতায় ন্যায়, নীতি, ধর্ম, বিবেকবুদ্ধি সবকিছু পরিত্যক্ত। পুলিশ ও প্রশাসনকেও নিজেদের কাজে লাগাতে গিয়ে অকর্মণ্য ও অকেজো করে ফেলা হয়েছে। মিথ্যা স্তোকবাক্য ও বাণী বিতরণ ছাড়া নেতাদের আজ দেওয়ার কিছু নাই। ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবার, স্মাগলিং অবাধে চলছে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, জুলুম। নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষের সামনে কোন পথ খোলা নাই।

কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকার সমস্যা বেড়ে চলছে। কর্মহীন বেকারের দল অন্ধকারের পথে পা বাড়াচ্ছে। প্রচারমাধ্যমগুলি খুন, লুঠতরাজ, কালোবাজারী, স্মাগলিং, মদ, ড্রাগ প্রভৃতি অপরাধ জগৎকে যুবসমাজের চোখের সামনে অহরহ তুলে ধরছে। তুলে ধরছে বিদেশী ভোগসর্বস্ব আত্মস্বার্থপরায়ণ জীবনের লোভানী। যুবসমাজের নৈতিক জীবনকে মেরুদণ্ডহীন করার সুপরিকল্পিত হীন চক্রান্ত।

এই নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে মাথা তুলছে আঞ্চলিক গোষ্ঠীস্বার্থ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা।

আমরা যেখানে বাস করছি এই সব সীমান্ত এলাকায় এখন প্রধান শিল্পই হচ্ছে বিদেশী চোরাইচালান। পুলিশ, প্রশাসন ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে এই অবাধ দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড চলছে। দেশের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র আনুগত্য নাই, ভারতের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও শত্রুভাবাপন্ন অন্য দেশের প্রতি যারা অনুরক্ত সারা সীমান্ত অঞ্চলে তাদেরই রমরমা। ভোটভিখারী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের তোয়াজ করে চলেছে।

সম্প্রতি উপসাগরীয় যুদ্ধ লাগার পর অসাধু ব্যবসায়ীরা অন্যায়ভাবে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। বলা হচ্ছে পেট্রলের অভাব। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাল পরিবহনের ব্যয় বাড়েনি। সরকার কোন নতুন করও বসায়নি। কোন সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা চাল, ডাল, আটা-ময়দা, ভোজ্য তেল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম রাতারাতি বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষ অসহায়, বিপর্যস্ত, দিশেহারা।

আজকের ২৬শে জানুয়ারীর সরকারী উৎসব আড়ম্বর ও নেতাদের বাণী বিতরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের একবার আত্মসমীক্ষা ও আত্মজিজ্ঞাসা করা দরকার। স্বাধীনতা গলাবাজী করে বোঝানোর জিনিষ নয়। মানুষের নিত্যদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করার বস্তু।

কার এ স্বাধীনতা ? চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, চোরাই চালানকারীদের স্বাধীনতা ? কর্মবিমুখ, নীতিভ্রষ্ট, ঘুষখোরদের অবাধ মৃগয়ার স্বাধীনতা? আদর্শচ্যুত আখের গোছানো ভণ্ড রাজনীতি ব্যবসায়ীদের যুগপথ বাণী বিতরণ ও পেশীশক্তি প্রদর্শনের স্বাধীনতা ? না দেশের কোটি কোটি নিরন্ন, অশিক্ষিত, রোগজীর্ণ নিষ্পিষ্ট মানুষের আশা পূরণের স্বাধীনতা? কার এ স্বাধীনতা ?

## বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে রেজিষ্ট্রী অফিসের পার্শ্বে জেলখানার পিছনে ১ কাঠা জায়গার উপরে ২ খানা পাকা ঘর, পায়খানা, বাথরুম, টিউবওয়েল, লাইটসহ বাড়ী বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন—

চা সংসদ
রঘুনাথগঞ্জ, ফাঁসিতলা

## বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বড় পোষ্ট অফিসের সামনে রাস্তার ধারে দু' কাঠা জায়গার উপর নতুন পাকা বাড়ী তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, স্যানিটারী পায়খানা সমেত বিক্রী হবে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীদাম হালদার
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়

# National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

## Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN-742236 : DIST. MURSHIDABAD (W.B.)

## CONTRACT SERVICES DEPARTMENT

**Pre—Qualification Tender For Various Works:**

NTPC, Farakka Project is interested in getting the following works executed through reputed agencies. Resourceful contractors having online experience for the following engineering works are requested to apply for the tender documents. The qualifying requirements and Brief Work details for the jobs is as indicated below:-

| Sl. No. | Tender no. Date | Brief work description | Estimated value | EMD value | Completion time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS : 43 : CS : 01/T-004 dt. 2-1-91 | Constn. of semi-open storage shed for general stores near scrap yard. | Rs. 34 lacs | Rs. 50,000/- | Nine months |
| 2. | FS : 43 : CS : 02/T-008 dt. 3-1-91 | Annual maintenance of plant side roads. | Rs. 24 lacs | Rs. 50,000/- | One year |
| 3. | FS : 43 : CS : 04/T-009 dt. 3-1-91 | Painting/distempering of residential & non-residential bldg. at TTS & CISF complex. | Rs. 10 5 lacs | Rs. 50,000/- | Six-Nine months |
| 4. | FS : 43 : CS : 01/T-016 dt. 7-1-91 | Constn. of godown near main plant for storing 500MW spares. | Rs. 5'5 lacs | Rs. 11,000/- | Six months |
| 5. | FS : 43 : CS : 01/T-017 dt. 7-1-91 | Constn. of semi-open shed opposite central work-shop for storing outdoor spares. | Rs. 9 lacs | Rs. 18,000/- | Nine months |
| 6. | FS : 43 : CS : 01/T-018 dt. 7-1-91 | Constn. of semi-open shed near godowns G1 & G2 of general stores. | Rs. 10 lacs | Rs. 20,000/- | Nine months |
| 7. | FS : 43 : CS : 07/T-019 dt. 7-1-91 | Supply, erection, commissioning of Facsimile Transreceiver machine. | Rs. 2'5 lacs | Rs. 5,000/- | Four months |
| 8. | FS : 43 : CS : 03/T-020 dt. 7-1-91 | Water spray fountains for township beautification. | Rs. 2'34 lacs | Rs. 5,000/- | Three months |
| 9. | FS : 43 : CS : 11/T-021 dt. 7-1-91 | Supply & installation of rubber and polymer liners for coal handling plant. | Rs. 18'8 lacs | Rs. 40,000/- | Four-Six months |
| 10. | FS : 43 : CS : 04/T-025 dt. 7-1-91 | Supply and fixing of Sal wooden doors, windows with wire mesh (galvanised) for field hostel quarters. | Rs. 36 lacs | Rs. 1 lac | Four-Six months |
| 11. | FS : 43 : CS : 04/T-026 dt. 7-1-91 | Supply and fixing of Sal wooden doors, windows with wire mesh (galvanised) for Temporary township quarters, | Rs. 16 lacs | Rs. 50,000 | Four-Six months |

**A) Qualifying Requirements For the Above Engineering Works :**

1. Bidders should have done similar works for PWD/CPWD/MES/public sector organisations and preferabiy be a registered contractor.

2. Bidders should have successfully executed 75% of estimated value of the works during the last two years. Value of single order executed for such works should be atleast 50% of the estimated value. Copies of work orders/contracts executed should be submitted alongwiih their requests for tender forms.

(Cont. 5)

## 'দাদাঠাকুর পল্লী'র উদ্বোধন

মিঞাপুর : গত ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে জঙ্গিপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে নানা অঞ্চল থেকে আগত, বসবাসকারী মানুষদের জনপদ 'দাদাঠাকুর পল্লী'র উদ্বোধন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের মহকুমাশাসক এস, সুরেশকুমার এবং রঘুনাথগঞ্জ-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মৃণাল সেনগুপ্ত যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

কানুপুর অঞ্চল প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল তাঁর এলাকাভুক্ত এই পল্লীটির নামকরণের প্রয়োজনীয়তা, এখানকার বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ, বিশেষকরে পানীয় জলের জন্য নলকূপের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উল্লেখ করে বিডিওর সহযোগিতা আশা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন—এখানে আসার আগে দাদাঠাকুরের সম্পর্কে অনেক শুনে এসেছিলেন, কিন্তু এ শহরে আসার পর দাদাঠাকুরের স্মৃতিস্মারক এমন কিছু দেখতে পাননি। তবে আজ দাদাঠাকুরের নামে পল্লীর নামকরণ শুভ প্রয়াস। প্রধান অতিথি সুরেশকুমার তাঁর ভাষণে দাদাঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনান। শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই উদ্যোগ দাদাঠাকুরের প্রতি জঙ্গিপুরবাসীর অন্যমনস্কতা এবং উদাসীনতার বিলম্বিত প্রায়শ্চিত্তের প্রথম পদক্ষেপ। দাদাঠাকুরের রচিত তিনখানি গান গেয়ে উপস্থিত বহু সংখ্যক শ্রোতাদের আনন্দদান করেন শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সুবোধ দাস পল্লীর নামকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে বিডিও আরও বলেন নব উদ্বোধিত পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে একটি পরিকল্পনা রচনা করে তাঁর দপ্তরে সত্বর জমা দিতে যাতে জওহর যোজনা প্রকল্পের সাহায্য মঞ্জুর করা সম্ভব হয়।

## দুর্নীতির দায়ে এম আর ডিলার বরখাস্ত পরে পুনরায় বহাল

ধুলিয়ান : গত ৩ জানুয়ারী দুর্নীতির দায়ে বাসুদেবপুরের এম আর ডিলার জাজিস বিশ্বাসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় বলে খবর। তাঁর বিরুদ্ধে খাতাপত্র, মেমো না রাখা অভিযোগ ছিল। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে গত ১০ জানুয়ারী আবার তাঁকে পুনর্বহাল করায় সাধারণের মনে নানা সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে।

*

রঘুনাথগঞ্জ : অপর এক খবরে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাণীনগরের এম আর ডিলার মুনতাজ আলি বিশ্বাসকে পাম অয়েল না বিলি করার অভিযোগে গত ১১ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য নিয়ামক সাসপেণ্ড করেন ও তাঁর খাতাপত্র সিজ করে নিয়ে আসেন বলে জানা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

---

Page from 4

3. For tender at sl. no. 9 (rubber polymer liners) bidders should have supplied & installed such liners for large coal based thermal plants.

4. For tender at sl. no. 7 (Facsimile Transreceiver parties must have supplied such machines to government organisations and documentary evidence for same is to be shown.

5. Copies of latest Income Tax clearance certificates should be submitted.

6. Copies of any major orders/works under execution is to be indicated.

7. Bidders fulfilling the above qualifying requirements only are requested to apply for issue of tender documents alongwith documentary proof for the various credentials required by us.

**B) General Terms & Conditions :**

1. The last date for receipt of request for issue of tender documents alongwith qualifying requirements is 20-2-91.

2. Requests/Applications are to be sent to Dy. Manager (Contract Services) alongwith DD for Rs. 100/- (separarely for each tender) in favour of NTPC encashable at SBI, ANDUA (branch code—7099) or UBI KHEJURIAGHAT (branch code—C/69). No other form of payment is acceptable.

3. The above specification details are only indicative and full details will be given in our tender documents.

4. The response against those tenders will be used for enlistment of vendors for future business considerations.

5. Applications received for issue of tender documents will be scrutinised and documents will be issued to only prima-facie suitable contractors as decided by NTPC. However issue of tender documents does not automatically qualify a company and suitability will be decided based on various technocommercial aspects during bid evaluation.

6. The envelopes should be superscribed with the 'Tender No.' and name of work.

7. The value of EMD as indicated above is to be submitted along with the bids only. The bid opening dates will be indicated in the respective tender documents for each tender.

8. NTPC is not responsible for any postal/communication delays or for non receipt/late receipt of tender documents etc.

9. NTPC reserves the right to alter the qualifying requirements and to accept or reject any or all the offers without assinging reason therefor.

**Senior Manager (Contract Services)**

## লরি উল্‌টিয়ে মৃত ১

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ জানুয়ারী ৩৪ নং জাতীয় সড়কে মঙ্গলজনের কাছে জিতেন সিং-এর হোটেলের সামনে সকাল ৬-৩০ মিঃ নাগাদ মাছ বোঝাই একটি লরি পাল্‌টি খায় বলে খবর। লরিটি হাওড়া থেকে মাছ নিয়ে মালদার ইংলিশ বাজার যাচ্ছিল। লরি উল্‌টে গেলে ইংলিশ বাজারের রাজু হালদার গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে লরির তলায় চাপা পড়েন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হলে সেখানে তিনি মারা যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ড্রাইভার বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালানোয় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ড্রাইভার পলাতক।

## চাল চিনির দাম বাড়ছে

(১ম পাতার পর)

পরোক্ষভাবে পাচারকারীদের সাহায্য করেছেন বলে গ্রামবাসীদের ধারণা। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট জঙ্গিপুর শহরকে চোরাচালানের অবাধ মুক্তাঞ্চল করতে চোরাচালানচক্র রঘুনাথগঞ্জ গাড়াঘাট থেকে উমরপুর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত মূল রাস্তার দু'পাশের জমি কিনে নিয়ে গোপন ব্যবসা চালাবে।

## নরকের বিভীষিকা

(১ম পাতার পর)

পেয়ে একজন জি ডি এ ঘরে ঢোকেন। ওয়ার্ড মাষ্টার তাঁকে বলেন জলের শ্যামলাগুলো ও অবস্থায় রয়েছে কেন? আর কুকুরই বা আপনারা ঢুকতে দেন কেন। তাঁর কথার জবাবে জি ডি এটি জানান অন্যান্য জি ডি এরা কাজ করেন না। তাঁদের কাজ তিনি কেন করবেন? ওয়ার্ড মাষ্টার অরুণবাবু দুঃখ করে অভিযোগকারীকে বলেন— দেখছেন তো অবস্থা, আমি একা চেষ্টা করে কি করতে পারি। এমন সময় খবর আসে লেবার রুমে একটি কুকুরের বাচ্চা মরে পড়ে আছে। দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না। বার-বার বলেও কোনো মেথর ষ্টাফ পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়ার্ড মাষ্টার অরুণবাবু মরা কুকুর ফেলার ব্যবস্থা করতে আর একদিকে ছুটে গেলেন। এসব অব্যবস্থা দেখে বেশ বোঝা যায় হাসপাতালের সুপার কোন-দিকেই সঠিক নজর দেন না। সেটা তাঁর কর্তব্য অবহেলা কিংবা ইউ-নিয়নকে ভয় যে কোন একটা হতে পারে। জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে কয়েকবারই তো তদন্তকারী অফিসাররা এখানে এলেন গেলেন কিন্তু তাঁরা কি করলেন এ প্রশ্ন আজ শহরের প্রতিটি মানুষের?

## জাতীয় যুব সপ্তাহ পালন

জিরাটপুর : গত ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারী স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ও জেলা নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় যুব সপ্তাহ পালিত হয়। ঐ দুদিন ক্লাবে কবিগান, সাঁওতালি নৃত্য, ভলিবল প্রতিযোগিতা হয় এবং কবিগানে অংশ গ্রহণকারী কবিদলকে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯ জানুয়ারী এক বর্ণাঢ্য শোভা-যাত্রায় ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা যোগদান করে ও গ্রাম পরিক্রমা করে।

## পঞ্চায়েত সদস্যের খড়ের গাদায় চোরাই মাল পাওয়া গেল

আহিরণ : গত ৪ জানুয়ারী সুতি থানার হিলোরা গ্রাম থেকে তিনটি সেচ মেশিন চুরি যায়। পুলিশে সংবাদ দিলে সুতি থানার পুলিশ তদন্ত চালিয়ে সি পি এমের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নিমাই মাঝির খড়ের গাদা থেকে তিনটি মেশিনই উদ্ধার করে। কিন্তু দলীয় চাপে ও পঞ্চায়েত প্রধানের হস্তক্ষেপে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করে না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ দুষ্কৃতীরা সকলেই দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক এবং চোরাই মাল উদ্ধারের পরও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা গ্রামের বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামবাসীরাও তাদের ভয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

## বিদেশী কাপড় আটক

ফরাক্কা : গত ৯ জানুয়ারী বিকেলে কৃষ্ণনগর কাস্টমস বাহিনী স্থানীয় হংকং মার্কেটে অর্জুনপুরের ইমাম সেখের গদিতে হানা দিয়ে ৫০ হাজার টাকার বিদেশী কাপড় ও ক্যাশের ২ হাজার টাকা আটক করেন। উল্লেখ্য এই নিয়ে কাস্টমস তৃতীয়বার হংকং মার্কেটে হানা দিলেন।

## বেআইনী মজুত ডিজেল ও কেরোসিন আটক

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ জানুয়ারী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বহরমপুরের ডি ই বি ইন্সপেক্টর ও স্থানীয় থানার ওসি যৌথভাবে শহরের কাছে "রাকেশ ব্রিক ফিল্ড" চত্বরে শ্রীনিবাস আগরওয়ালার গোডাউনে হানা দিয়ে ২৯০০ লিটার ডিজেলসহ ১২টি ব্যারেল ও ৬০ লিটার কেরো-সিনের ১টি ব্যারেল আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। গোডাউন ম্যানেজার প্রতীপ রায়কে পুলিশ জামিন অযোগ্য আইনে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখে। মালিক শ্রীনিবাস আগরওয়ালাকে পুলিশ খুঁজে পায়নি।


আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—

১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ

৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং

৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।